বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

এমআইএস বিভাগ

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bsfic.gov.bd **email:** cbsfic@gmail.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রকাশিত হল। ২০১৪-২০১৫ সালের অর্থনৈতিক গতিধারায় সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিশদ বিবরণ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭(১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বা বিএসএফআইসি গঠিত হয়। ২০১৪-২০১৫ সালে ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে করপোরেশন এর কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। এছাড়াও, কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সাথে একটি ডিস্টিলারি প্লান্ট সংযুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর প্রধান উৎপাদিত পণ্য চিনি। চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল আখ। আখের ফলন এবং এতে সুগার ফরমেশন বহুলাংশে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে করপোরেশন এর অধীন ১৫টি চিনিকলে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫২ মে. টন আখ মাড়াই করে ৬.৩৭% চিনি আহরণ হারে ৭৭ হাজার ৪৫০.০৫ মে. টন চিনি উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য বছরে কেরুর ডিস্টিলারি ইউনিটে ৫৬.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন-লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৭.১৮ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৪.২৫%। তাছাড়া উৎপাদিত স্পিরিট থেকে ৮.৯৭ লক্ষ প্রুফ লিটার ফরেন লিকার উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ সালে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১.৬৭ মে. টন চিনি বিক্রয় হয়েছে। সুষ্ঠু বিক্রয় কর্মসূচীর মাধ্যমে চিনি বিক্রয়ের ফলে এবছর দেশে চিনির মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে।

২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ৩ হাজার ৫১০.৯৩ কোটি টাকা। চিনির উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে বর্তমানে চিনিকলসমূহ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। আলোচ্য সময় পর্যন্ত প্রদত্ত সর্বমোট শুল্ক ও করের পরিমাণ ৩ হাজার ৪৪৮.৭৮ কোটি টাকা। এ বছর প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ ৭ হাজার ৮২৫.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৌসুম হতে মিলে গুণগত মানসম্পন্ন আখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখচাষিদের বর্তমান আখের মূল্যের ওপর চিনি আহরণ হার ৮% এর উর্ধ্বে ৯% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টন অতিরিক্ত ৮.০৩ টাকা এবং ৯% এর উর্ধ্বে ১০% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টন অতিরিক্ত ১০.৭১ টাকা হারে মাড়াই মৌসুম শেষে প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়, যা আলোচ্য মৌসুমেও বহাল থাকে। আলোচ্য বছর আখের মূল্য পরিশোধ বাবদ ৩০৭.৮০ কোটি টাকা ও কৃষিঋণ বাবদ আখচাষিদের ৫৭.৯৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল আখ চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া, কৃষিভিত্তিক চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, হাট-বাজার, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া চিনির উপজাত চিটাগুড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেও কতিপয় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় হচ্ছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে, চিনিশিল্পের উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং করপোরেশনের অগ্রগতি ও সাফল্যে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ যেসব প্রতিষ্ঠান দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করছে তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিলসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-শ্রমিক-কর্মচারী এবং বন্ধুপ্রতিম আখচাষিদের, যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে করপোরেশন এর সাফল্যের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবে।

(এ কে এম দেলোয়ার হোসেন এফসিএমএ)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	পরিচালকমণ্ডলী	১
২।	পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন	
	- চিনিশিল্পের পরিচিতি	২
	- চিনির চাহিদা	২
	- ইক্ষু চাষ	২
	- ইক্ষু চাষের উপকরণ বিতরণ	৩
	- ইক্ষুর ফলন	৪
	- ইক্ষুর ক্রয়মূল্য	৫
	- ইক্ষু সংগ্রহ কার্যক্রম	৬
	- চিনিকল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা	৬
	- ইক্ষু পরিবহন	৭
	- উৎপাদন কার্যক্রম	৭-৯
	- বিক্রয় কার্যক্রম	৯-১০
	- করপূর্ব লাভ-লোকসান	১০
	- মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থান	১০
	- সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত শুল্ক ও কর	১১
	- কর্মচারী প্রশাসন ও জনশক্তি	১১
	- জনশক্তি উন্নয়ন	১২
	- উৎপাদন সহায়ক মালামাল আমদানি	১২
	- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১২
	- উৎপাদিত পণ্যের মজুদ	১২
	- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উৎপাদন	১৩
	- আর্থিক বিশ্লেষণ	১৩
৩।	সংযোজনী গুচ্ছ	১৪-৩৭
৪।	বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম	৩৮
৫।	পরিচালকমণ্ডলী ও সদর দপ্তরের বিভাগসমূহ	৩৯
৬।	করপোরেশনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪০

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
পরিচালকমন্ডলী

২০১৪-২০১৫

চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	১. জনাব মাহমুদউল হক ভুঁইয়া ০১-০৮-২০১১ হতে ২৩-১২-২০১৪ পর্যন্ত ২.এ.কে.এম.দেলোয়ার হোসেন ২৯-১২-২০১৪ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (অর্থ)	১.জনাব এ.কে.এম.দেলোয়ার হোসেন ১৮-১২-২০০৬ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) (অতি: দায়িত্ব) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল)	১. জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৯-০৫-২০১৩ হতে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত ২.জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ২৯-০৫-২০১৪ হতে ১২-০৮-২০১৪ পর্যন্ত ৩. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ১৩-০৮-২০১৪ হতে ২৮-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	১. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ২২-০৫-২০১৩ হতে ১১-০৮-২০১৪ পর্যন্ত ২. জনাব বিকাশ চন্দ্র সাহা ১১-০৮-২০১৪ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (বাণিজ্যিক)	১. জনাব প্রকৌ: জ্যোতিস্ময় বড়ুয়া ২৭-১০-২০১১ হতে ০৮-০৬-২০১৪ পর্যন্ত ২. জনাব ফারুক আহমেদ ২৩-০৭-২০১৪ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক(ইক্ষু উন্নয়ণ ও গবেষণা)	১. জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ৩১-১২-২০১২ হতে অদ্যাবধি
সচিব	১. জনাব এ এস এম আবদার হোসেন ০৩-১২-২০১২ হতে অদ্যাবধি

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের পরিচালকমন্ডলী করপোরেশন এর সদর দপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের নিরীক্ষিত হিসাব এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত ২০১৪-২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন।

চিনিশিল্পের পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭(১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বা বিএসএফআইসি গঠিত হয়। ঐ সময়ে চিনিকল এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএসএফআইসি'র অধীনে ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণসহ প্রাক্তন মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ সালে করপোরেশনের আওতাধীন ১৫টি চিনিকল চালু থাকে। করপোরেশনের উৎপাদন কর্মকান্ডে চিনিশিল্পের ভূমিকাই প্রধান। এতদ্ব্যতীত চিনিশিল্পের সহযোগী শিল্প হিসেবে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ এ একটি ডিস্টিলারি কারখানা এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য কুষ্টিয়া শহরে রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিঃ নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতেও উৎপাদন অব্যাহত আছে।

২০১৪-২০১৫ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

দেশে চিনির চাহিদা ও চিনিকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা

FAO এবং বাংলাদেশ পুষ্টি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী মাথাপিছু বাৎসরিক চিনির চাহিদা ৯.০০ কেজি। সে হিসেবে দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে চালু ১৫টি চিনিকলে বাৎসরিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০,৪৪০ মে.টন। এছাড়া দেশে গুড় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩.০০ লক্ষ মে.টন। স্পষ্টতঃ চিনিকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে চিনির ঘাটতি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানায় সুগার রিফাইনারী স্থাপিত হওয়ার ফলে চিনির চাহিদা তাদের দ্বারা সিংহভাগ পূরণ হচ্ছে। আখ থেকে উৎপাদিত দেশীয় চিনি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে করপোরেশন তার নিজস্ব সুষ্ঠু মার্কেটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে। উল্লেখ্য যে, দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৩টি ত্রিশের দশকে, ৩টি পঞ্চাশের দশকে, ৭টি ষাটের দশকে এবং ২টি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে স্থাপিত হয়। অধিকাংশ চিনিকলের যন্ত্রাংশ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এগুলির স্থাপনকালীন উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। চালু ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ১০টি চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও যথাযথ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিএমআরকরণের মাধ্যমে এগুলো চালু রাখা হয়েছে।

ইক্ষুচাষ

চিনিকলসমূহে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর চিনিকল এলাকায় ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করে একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে.টন হিসেবে বছরে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য মিলজোনে ইক্ষু চাষ ও ইক্ষু উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইক্ষুচাষীদের উন্নতজাতের ইক্ষুবীজ, সার, কীটনাশক, নগদ অর্থ, ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিতরণের জন্য ইক্ষুচাষকে ঋণী, অঋণী ও নিজস্ব খামার খাত হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে চিনিকল এলাকায় ২ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪ শত ৭৩ একর যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.৭৪% ।

২০১৪-২০১৫ রোপণ মৌসুমে ইক্ষুচাষের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

বিবরণ	একক	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ইক্ষুচাষ	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন(%)
চাষির জমিতে (ঋণী)	একর	১৫৪০৯৯	৯২৬৫৪	৬০.১৩
চাষির জমিতে (অ-ঋণী)	একর	৫৫৪৬	৫০৪৪	৯০.৯৫
খামারে (ঋণী)	একর	৪০৩৫৫	৩১৮০৫	৭৮.৮১
মোট	একর	২০০০০০	১২৯৪৭৩	৬৪.৭৪

ইক্ষু চাষের উপকরণ বিতরণ

চিনিকল এলাকায় ইক্ষুর চাষ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিনিকলসমূহের প্রয়োজনীয় ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসএফআইসি কর্তৃক ১৯৮০ সালে নিবিড় ইক্ষু উন্নয়ন প্রকল্প 'কম জমি অধিক ফলন' চালু করা হয় । এ প্রকল্পের আওতায় চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও মিলজোন এলাকার বিভিন্ন স্থানে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাদানসহ সার, উন্নত জাতের রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষি ঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয় । ২০১৪-২০১৫ রোপণ মৌসুমে ৪৯ হাজার ৭৩৯ মে.টন ইক্ষুবীজ, ৯ হাজার ৮৬১ মে.টন ইউরিয়া, ৭ হাজার ৫৯৩ মে.টন টিএসপি, ৬ হাজার ৪০১ মে.টন এমওপি এবং ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৫৯ কেজি কার্বোফুরান, ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৫৫ কেজি ক্লোরোপাইরিফস, ৩ হাজার ৮১৬ কেজি কার্বেন্ডাজিম ও অন্যান্য উপকরণসহ মোট ৫ হাজার ৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকার উপকরণ ইক্ষুচাষিদের মধ্যে কৃষিঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয় ।

বিগত ৪ বছরে ইক্ষুচাষে উপকরণ বিতরণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বিবরণ	একক	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
		পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	অর্জন পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	অর্জন পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)
ইক্ষুবীজ	মে.টন	১৫১২২	১১২৭.০০	৬৫৮৯৮	১৭০০.১৭	৪৩৭০৯	১১২৮.০০	৪৯৭৩৯	১২৬৩.৩৭
রাসায়নিক সার	মে.টন	২৩৯৮৮	৩৫৬০.০০	২৮৭১১	৪৯৩৭.০১	২৩৮৫৫	৩৮০০.০০	২৩৮৫৫	৩৩৬২.২৮
কীট ও রোগনাশক ঔষধ	কেজি	৮৮৪২৮৯	৫০৭.০০	৯৩০১১১	৭২৩.২১	৫৮৩৫৩০	৪৮৮.০০	৫৮৩৫৩০	৬১২.০০
অন্যান্য	মে.টন	-	১৬৫.০০	-	১১৯৮.৬৬	-	৬০৮.০০	-	৫৬২.২০
মোট ঋণ :	লক্ষ টাকা	-	৫৩৫৯.০০	-	৮৫৫৯.০৫	-	৬০২৪.০০	-	৫৭৯৯.৮৬

রোপা আখচাষে ভর্তুকি কার্যক্রম

ইক্ষুচাষের প্রতি চাষিদের উৎসাহিত করা এবং আখের ফলন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উন্নত জাত দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে রোপণ মৌসুমে রোপা পদ্ধতিতে আখচাষের জন্য ভর্তুকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-২০১৫ রোপণ মৌসুমে রোপা আখচাষের ক্ষেত্রে প্রতি একরে ভর্তুকির হার নিম্নরূপ ছিল :

(ক) সাধারণ রোপা আখচাষের জন্য : ৩,৩০০/- টাকা
(খ) রোপা পদ্ধতিতে বীজক্ষেত স্থাপনের জন্য : ৩,৮০০/- টাকা
(গ) সাথী ফসলসহ রোপা আখচাষ : ৪,৪০০/- টাকা
(ঘ) রোপা পদ্ধতিতে চাষকৃত জমিতে মুড়ি : ২,০০০/- টাকা

ইক্ষুর ফলন

চিনিকল এলাকায় চিনিকলসমূহের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হত। একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে. টন হিসেবে উক্ত পরিমাণ জমিতে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হত। এর মধ্যে ২৫.০০ থেকে ২৮.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু চিনিকলে মাড়াইয়ের জন্য পাওয়া যেত। অবশিষ্ট ইক্ষু গুড় প্রস্তুতে, বীজ হিসেবে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে ইক্ষু আবাদ ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় ইক্ষু মাড়াইও হ্রাস পাচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ সালসহ বিগত ১০ বছর মিলজোনে মোট ইক্ষু উৎপাদন, একর প্রতি ফলন, চিনিকলে আখ সরবরাহ (নন-মিল জোন থেকে সংগৃহীত ইক্ষুসহ), গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার, বীজ হিসেবে ব্যবহার, অন্যান্য কাজে ব্যবহারসহ মোট ডাইভারশন নিম্নরূপ:

মাড়াই মৌসুম	ইক্ষুচাষ (পূর্ববর্তী বছরে রোপণকৃত) (একর)	মোট ইক্ষু উৎপাদন (মে.টন)	একর প্রতি ফলন (মে.টন)	চিনিকলে সরবরাহ (মে.টন)	গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার (মে.টন)	বীজ তৈরীতে ব্যবহার (মে.টন)	অন্যান্য কাজে ব্যবহার (মে.টন)	মোট ডাইভারশন (মে.টন)
২০০৫-২০০৬	১৮৬৩০১	৩৭১৭৩০৪	২০	১৮৫৩১৭৯	১২৪৪৬৬৪	৩৬৬২৯৮	২৬৩২৩১	১৮৭৪১৯৩
২০০৬-২০০৭	২০৬১৩৪	৪১২২২২৪	২০	২৩৩৫৩৫৭	১১২১৪৬৩	৩৫৪৭৬২	৩২৫৪০৫	১৮০১৬৩০
২০০৭-২০০৮	২১৭০৯৫	৪০৫১১৩৭	১৯	২২৮৭৫২৮	১১১৬৩৩৬	৩০১১৬৪	৩৭৪৯১৬	১৭৬৩৬০৯
২০০৮-২০০৯	১৯৪৪৮৭	৩০৩৮৪৭২	১৬	১১৮৪১০৯	১২৬৮৬৮৭	২১১২১৯	৩৭৪৪৫৭	১৮৫৪৩৬৩
২০০৯-২০১০	১২৭৬৯২	২৩৭৭৫৫৬	১৯	৮৬৬৫৭৩	১০৮৬৩৫৩	২৬৭১৬৭	১৫৭৪৬৩	১৫১০৯৮৩
২০১০-২০১১	১৬১৪২৯	৩০৪০২২৪	১৯	১৫৮১৯০৭	৮৮০৩০৯	২৪২৭৬৮	৩৩৫২৪০	১৪৫৮৩১৭
২০১১-২০১২	১৫৭৭৬৯	২৮৬৫৫৭৮	১৮	১০৪৭৪৫৩	১২৮৬৯৮৬	২৮২৯০৬	২৪৮২৩৩	১৮১৮১২৫
২০১২-২০১৩	১৫৯৬৭৩	৩০৬২৮৪০	১৯	১৫৬২৭৩১	৯৬৭৫২৭	২৯৮২৬৬	২৩৪৩১৪	১৫০০১০৭
২০১৩-২০১৪	১৭৪০০৬	৩২৬২৪৬৭	১৯	১৮১৭২৭২	৯১৮৮৯৫	২৩০৫৩৬	২৯৫৭৬৪	১৪৪৫১৯৫
২০১৪-২০১৫	১৫৪৯৫৩	২৬৫৬৭৬৮	১৭	১২১৫৪২২	৯৪৮৮৬৪	১৮৪৩৩৯	২৯৯১৪৩	২৬৪৭৭৬৮

পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ

পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইক্ষুবীজকে রোগমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন চিনিকলে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর পাশাপাশি ময়েস্ট হট এয়ার ট্রিটমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যেও বীজ শোধনের কার্যক্রম চালু আছে। পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন ২৫%-৩০% বৃদ্ধি পায় এবং চিনি আহরণ হারও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় অর্থ, জনবল, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি না থাকায় চিনিকলগুলি পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে না। ফলে এক তৃতীয়াংশ পরিচ্ছন্ন বীজ ও বাকি দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ বীজ ব্যবহার করা হয়। সকল চিনিকল এলাকায় পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহার বৃদ্ধি করে ইক্ষুর ফলন, সরবরাহ ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

ইক্ষুর জাত সঙ্কট

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক চিনিযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল ও রোগমুক্ত ইক্ষুজাত ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চিনিকল ও চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় উন্নত জাতের আখের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবমুক্ত জাতগুলির ফলন ও চিনি আহরণের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তবে নতুন ইক্ষুজাত উদ্ভাবন দ্বারা পুরানো জাতগুলির প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে।

ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকার ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ করে এবং চিনিকলগুলি কৃষকদের নিকট থেকে উক্ত নির্ধারিত মূল্যে ইক্ষু ক্রয় করে থাকে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে সরকার নির্ধারিত প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য মিলস্‌গেটে ৫২২.৪৪ টাকা এবং বহিঃ কেন্দ্রে ৫০৯.০৫ টাকা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে আখের মূল্য অন্যান্য ফসলের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সময় সময় মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষুর মূল্য প্রতি মে:টন বহিঃ কেন্দ্রে ২৪৪০ টাকা এবং মিলস্‌গেটে ২৫০০ টাকা ধার্য করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি মে:টন ইক্ষু ক্রয় মূল্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বছর	প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য(টাকা)	
	মিলসগেট	বহিঃ কেন্দ্র
১৯৮৪-১৯৮৫	৫২২.৪৪	৫০৯.০৫
১৯৮৫-১৯৮৬	৬২৯.৬১	৬১৬.২২
১৯৮৬-১৯৮৭	৬৫৬.৪০	৬৪৩.০১
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৩৬.৭৮	৭২৩.৩৮
১৯৮৮-১৯৮৯	৮৯৭.৫৩ (০৪-০৪-৮৯ থেকে)	৮৮৪.১৪
১৯৮৯-১৯৯০	৯৫১.১২ (২৫-০৯-৮৯ থেকে)	৯৩৭.৭২
১৯৮৯-১৯৯০	১০০৪.৭০ (০১-০২-৯০ থেকে)	৯৯১.৩০
১৯৯৯-২০০০	১০০৪.৭০	৯৯১.৩০
২০০০-২০০১	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০১-২০০২	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০২-২০০৩	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৩-২০০৪	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৪-২০০৫	১১৭৮.৮৫	১১৫২.০৬
২০০৫-২০০৬	১২৮৬.০২	১২৫৯.২২
২০০৬-২০০৭	১৩৬৬.৩৯	১৩৩৯.৬০
২০০৭-২০০৮	১৪৩৩.৩৭	১৩৯৩.১৮
২০০৮-২০০৯	১৬০৭.৫২	১৫৬৭.৩৩
২০০৯-২০১০	১৭৬৮.২৭	১৭২৮.০৮
২০১০-২০১১	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১১-২০১২	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১২-২০১৩	২৫০০.০০	২৪৪০.০০
২০১৩-২০১৪	২৫০০.০০	২৪৪০.০০
২০১৪-২০১৫	২৫০০.০০	২৪৪০.০০

গুনগতমানের আখ উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান

২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৌসুম হতে মিলে গুণগত মান সম্পন্ন ইক্ষু প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষিদেরকে বর্তমান মূল্যের উপর চিনি আহরণ হার ৮% এর উর্ধ্বে ৯% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ৮.০৩ টাকা এবং ৯% এর উর্ধ্বে ১০% পর্যন্ত প্রতি মে:টনে ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ১০.৭১ টাকা প্রণোদনা হিসেবে মাড়াই মৌসুম শেষে প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় যা আলোচ্য মৌসুমেও বহাল থাকে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সরকার কর্তৃক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রতি মে.টন চিনির উপর আরোপিত বিক্রয় কর ২৪২০.০০ টাকা বহাল থাকে। ০৮-০৬-২০০২ তারিখ হতে চিনি আমদানি অবাধ করার প্রেক্ষিতে চিনিকলগুলি বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত চিনির সাথে প্রতিযোগিতা মূল্যে চিনি বিক্রয়ের সুবিধার্থে চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত ০১-০৭-০২ তারিখ হতে চিনিতে প্রতি মে:টন-এ প্রদেয় ভ্যাট ২৪২০.০০ টাকা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয় যা অদ্যাবধি বহাল আছে।

বিএসআরআই লেভি

ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা লেভি হিসেবে প্রতি মে.টন চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে ৫৩.৫০ টাকা হারে গবেষণা লেভি আদায় করা হত। এক্ষেত্রেও চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত ০১-০৭-২০০২ তারিখ হতে চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে টনপ্রতি গবেষণা লেভিও প্রত্যাহার করা হয়েছে যা অদ্যাবধি বহাল আছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কার্যক্রম

ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরুর পূর্বে মাঠকর্মী ও ইক্ষু সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিটি ইক্ষু জমি জরিপ করে সম্ভাব্য ইক্ষু ফলন ও মাড়াইয়ের জন্য ইক্ষু প্রাপ্তির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। চিনিকলগুলিতে দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইক্ষু ক্রয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। দৈনিক কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্জি বিতরণের মাধ্যমে মিলসগেট ও বহিঃকেন্দ্র হতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে ইক্ষু ক্রয় করে মাড়াই করে থাকে। প্রতিটি ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সাধারণতঃ ৫ জন থেকে ১১ জন ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি নিয়ে পুর্জি কমিটি গঠিত হয়। পুর্জি গেজেট প্রণয়নের সময় ক্ষুদ্র চাষি, ঋণী চাষি, আগাম রোপা ও মুড়ি ইক্ষু চাষি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। আখ ক্রয়ের স্বচ্ছতা আনায়ণের জন্য ২০০৯-১০ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-পুর্জি কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০-১১ মাড়াই মৌসুম থেকে সকল মিলে ই-পুর্জি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে যা অব্যাহত আছে। তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে ইক্ষু ক্রয়ের স্বার্থে ই-গেজেট কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

চিনিকল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের চিনিকলগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। চিনিকলগুলিতে নিকটবর্তী এলাকা থেকে পর্যাপ্ত ইক্ষু না পাওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইক্ষু সংগ্রহ করতে হয়। চিনিকল ও ইক্ষু সংগ্রহ এলাকার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তাঘাট না থাকায় অনেক এলাকা থেকে ইক্ষু সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং চিনিকলে পর্যাপ্ত ও দ্রুত ইক্ষু পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য সংযোগকারী রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত আখ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য সরকারি অনুমোদনক্রমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সুগার সেস খাতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

(১) সুগার সেস : চিনিকল এলাকায় কাঁচা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে প্রতিটন ইক্ষু বিক্রয়ের উপর ৩.২২ টাকা হারে সেস আদায় করা হয়। আলোচ্য বছরে উক্ত খাতে ৪৭.৫০ লক্ষ টাকা সেস আদায় হয়।

(২) রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ড : চিনি ক্রয়কারীদের নিকট হতে পূর্বে প্রতি মে:টনে ২৬৭.৯২ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ করা হত। চিনি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত চিনির ভ্যাট ও বিএসআরআই লেভির ন্যায় ০১-০৭-০২ তারিখ হতে রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ডের টাকা চিনি ক্রয়কারীদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে কর্তন না করে উক্ত হারে আদায়যোগ্য টাকার সম পরিমাণ অর্থ সরকার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় যা আলোচ্য সালেও বহাল থাকে। প্রদানকৃত উক্ত ফান্ড দ্বারা "পল্লী সড়ক নির্মাণ মঞ্জুরী" হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সুগার সেস কমিটির মাধ্যমে চিনিকল এলাকায় পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়। এ কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় :

১।	যে এলাকায় চিনিকল অবস্থিত সে এলাকার মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য/জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সরকার মনোনীত প্রতিনিধি	চেয়ারম্যান
২।	ডেপুটি কমিশনার	সদস্য
৩।	চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য-সচিব
৪।	চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক(কৃষি)	সদস্য
৫।	জেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এল,জি,ই,ডি	সদস্য
৭।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৮।	চিনিকলের প্রকৌশলী(পুর)	সদস্য
৯।	দুইজন ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি	সদস

২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমেও উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত চিনিকল এলাকায় সুগার সেস ও রোড ডেভলপমেন্ট এবং পল্লী সড়ক নির্মাণ ফান্ড কমিটি কর্তৃক রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের বিবরণ নিম্নরূপ:

(কিলোমিটারে)

সড়কের বর্ণনা	২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত
পাকা সড়ক	৫৩.৬৯	১৪৬.৪০	৮১.৭৫	২২৬.৯৬	৪৪.৬৫	৪৩৩.৯২
আধাপাকা সড়ক	১৮.৮১	৫৮৮.১৭	৩৪.২৮৫	১৫৩.১৪	১৯৬১.৯	৯৩৯.৫২
কাঁচা সড়ক	৩১৪	২০৪১.০৮	২০৫	২৪৩০.৪	১৭৪৬	২১১৭.৫

ইক্ষু পরিবহন

ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ইক্ষু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। ইক্ষু কর্তনের পর দ্রুত মাড়াই করতে পারলে আখ তছরূপ/অপচয় কম হয় ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধি পায়। তাই চিনিকলসমূহ যথাসম্ভব নিজস্ব ট্রাক, ট্রাক্টর ও ট্রেইলারের মাধ্যমে ইক্ষু পরিবহন করে থাকে। অনেক সময় নিজস্ব যানবাহনের স্বল্পতাহেতু কোন কোন মিলে দূরবর্তী ক্রয় কেন্দ্র হতে ভাড়া করা পরিবহন দ্বারা ইক্ষু পরিবহন করা হয়। এছাড়া ইক্ষুচাষিগণ গরুর গাড়ি এবং মহিষের গাড়ির মাধ্যমেও ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু সরবরাহ করে থাকে।

২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু পরিবহনের জন্য মিলসমূহের নিজস্ব যানবাহনের সংখ্যা নিম্নরূপ:

যানের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা		
	সচল	অচল	মোট
১। ট্রাক	৯৭	৩১	১২৮
২। ট্রাক্টর	৭১৪	২৮১	৯৯৫
৩। ট্রেইলরস	২৬৬২	৭৪৭	৩৪০৯

উৎপাদন কার্যক্রম

করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে প্রধান পণ্য হিসেবে চিনি ছাড়াও স্পিরিট, অ্যালকোহল এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়। এছাড়া চিনির উপজাত হিসেবে চিটাগুড়, ছোবড়া ও প্রেসমাড উৎপন্ন হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পণ্যভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল:

চিনি

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে করপোরেশনের ১৫টি চিনিকলে উৎপাদন কর্মকান্ড চালু থাকে। ১৫টি চিনিকলের দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মেঃ টন হিসেবে ১২৫ দিনে ইক্ষু মাড়াই ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ মে.টন এবং গড়ে ৮% চিনি আহরণ হারে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন।

২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৫২% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৫ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ১৫টি চিনিকলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫২ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৬.৩৭% চিনি আহরণ হারে মোট ৭৭ হাজার ৪৫০.০৫ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়।

২০০১-২০০২ সাল হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট আখ মাড়াই দিবস, আখ মাড়াই, চিনি উৎপাদন ও চিনি আহরণ হারের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন নিম্নরূপঃ

মাড়াই মৌসুম	মাড়াই দিবস		ইক্ষু মাড়াই (মে.টন)		চিনি উৎপাদন (মে.টন)		গড় চিনি আহরণ হার (%)	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
২০০১-২০০২	১৫০৬	২১৭৫	২২৮৯০৭০	২৮১১১০২	১৮৩১২৫	২০৪৩২৮	৮.০০	৭.২৭
২০০২-২০০৩	২০৮৫	২১৬৮	২৬৪৫০০০	২৬৩৩৩৯১	২০৫০০০	১৭৭৩৯৯	৭.৭৫	৬.৭৩
২০০৩-২০০৪	১৮৪২	১৩৫২	২৩৮৫০০০	১৬৪২৫১০	১৮০০০০	১১৯১৪৬	৭.৫৫	৭.২৬
২০০৪-২০০৫	১৭১৩	১১৫৫	২২৭৭০০০	১৪১৪৫৯৯	১৭৭৬০০	১০৬৬৪৫	৭.৮০	৭.৫৩
২০০৫-২০০৬	১৪৮০	১৪৮৩	১৭৭২১৬০	১৮৫৩১৭৯	১৪০০০০	১৩৩২৮৩	৭.৯০	৭.১৯
২০০৬-২০০৭	১৬০৮	১৮৫৭	২৩৩৭০২২	২৩২৪৭৫২	১৬৬৬৩২	১৬৪৯৯৬	৭.১৩	৭.১০
২০০৭-২০০৮	১৭১৮	১৮৭৪	২২৯৫০০০	২২৮৭৫২৮	১৭৪০২১	১৬৩৮৪৩.৮	৭.৫৮	৭.১৬
২০০৮-২০০৯	১৭১৫	১০২১	২২৭২০০০	১১৮৪১০৯	১৭৩১০০	৭৯৯২১.৮০	৭.৬২	৬.৭৫
২০০৯-২০১০	১০৪১	৭৩৯	১৩৩০০০০	৮৬৬৫৭৩	১০১৫২৫	৬২২০৩.৪০	৭.৬৩	৭.১৭
২০১০-২০১১	১২৪১	১৩০৮	১৫৮১০০০	১৫৮১৮৫৭	১১৮৯২৫	১০০৯৬২.৪০	৭.৫২	৬.৩৮
২০১১-২০১২	১৩৬৭	৯২০	১৭৯৫০০০	১০৪৭৫০১	১৩৫৩৭৬	৬৯৩৪৬.৮০	৭.৫৪	৬.৬২
২০১২-২০১৩	১৩২৬	১২৬৯	১৭৪৫০০০	১৫৬২৩৫১	১২৯০৭৫	১০৭১২৩	৭.৩৯	৬.৮৫
২০১৩-২০১৪	১৩৯৫	১৬২০	১৮৬০০০০	১৮১৮৮৩৭.৮১	১৩৮১৫০	১২৮২৬৮.২০	৭.৪৩	৭.০৬
২০১৪-২০১৫	১২৬৬	১১২৪	১৬৯০০০০	১২১৪৭৫২	১২৭০৫৫	৭৭৪৫০.০৫	৭.৫২	৬.৩৭

চিটাগুড়, ছোবড়া ও প্রেসমাড

চিটাগুড়, ছোবড়া ও প্রেসমাড চিনিশিল্পের প্রধান উপজাত দ্রব্য। ২০১৪-২০১৫ সালে করপোরেশনের অধীনস্থ চিনিকলগুলি ৪৬ হাজার ৭৬ মে.টন চিটাগুড়, ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৬৫.৯০ মে.টন ছোবড়া এবং প্রায় ৩৫ হাজার ৮০০ মে:টন প্রেসমাড উৎপাদন করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি

কুষ্টিয়ায় অবস্থিত রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. চিনিকলগুলির যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করে। ২০১৪-২০১৫ সালে উক্ত কারখানাতে ১০৫৭.৬৭ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় যা গত বছরের উৎপাদন ১০৫৫.২৬ মে.টনের তুলনায় ০.২৩ % বেশি।

স্পিরিট ও অ্যালকোহল

আলোচ্য বছরে কেরু এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা ৪৭.১৮ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন করে যা গত বছরের উৎপাদন ৪৬.৮৬ লক্ষ প্রুফ লিটারের তুলনায় ০.৭% বেশি। তাছাড়া ফরেন লিকার উৎপাদিত হয় ৮.৯৭ লক্ষ প্রুফ লিটার যা গত বছরের উৎপাদন ৯.১১ লক্ষ প্রুফ লিটারের তুলনায় ১.৫৪% কম।

২০০৯-২০১০ সাল থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

পণ্যের নাম	একক	উৎপাদন						বিগত বছরের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে(-) হ্রাস /(+) বৃদ্ধির হার
		২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	
স্পিরিট ও এলকোহল	লক্ষ প্রুফ লিটার	৪৩.৫২	৪৭.৫০	৫২.৫২	৫০.৬৫	৪৬.৮৬	৪৭.১৮	(+)০.৭
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রুফ লিটার	৬.৫৮	৬.৯৩	৮.২৯	৯.৯২	৯.১১	৮.৯৭	(-)১.৫৪
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে.টন	৯৮৭.২৮	৯২৩.২৭	১০২০.৯৬	৯৬৪.৯৪	১০৫৫.২৬	১০৫৭.৬৭	(+)০.২৩

বিক্রয় কার্যক্রম

(ক) চিনি

অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে চিনিকলসমূহের উৎপাদিত চিনি বাংলাদেশ সরকারের চিনি বিক্রয়, বিলি/বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নোক্ত খাতসমূহে বিক্রয় করা হয়।

১। মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে হোলসেল ডিলার/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের ডিলারের মাধ্যমে খোলা বাজারে চিনি বিপণন করা হয়।

২। মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে চিনি ব্যবহারকারী স্বয়ংক্রিয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে চিনিকল থেকে চিনি বিক্রয় করা হয়।

৩। সংরক্ষিত খাত অর্থাৎ সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি ও ক্যাডেট কলেজ এর অনুকূলে চিনি বিক্রয় করা হয়।

৪। প্রতি ১.১১ মে: টন ইক্ষু সরবরাহের বিপরীতে ১২ কেজি চিনি নির্দিষ্ট মূল্যে ইক্ষুচাষিদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

৫। চিনিকলের শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিকট মাসিক ৪ কেজি হারে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করা হয়।

(খ) উপজাত দ্রব্যাদি

চিটাগুড় দর্শনার কেরুর ডিস্টিলারিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চিনিকলসমূহে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত উপজাত চিটাগুড় স্থানীয় ব্যবসায়ী, বেসরকারি ডিস্টিলারি কারখানা ও রপ্তানিকারকদের নিকট টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। অন্য উপজাত ইক্ষুর ছোবড়া ও প্রেসমাড এর সিংহভাগ যথাক্রমে চিনিকলের বয়লারে জ্বালানি হিসেবে এবং আখের জমিতে জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদ্বৃত্ত ছোবড়া ও প্রেসমাড নিয়মানুযায়ী বিক্রয় করা হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৪৭১.৩৯ লক্ষ টাকা যা বিগত বছরের বিক্রয়লব্ধ আয় ৫১ হাজার ৪৮০.৯০ লক্ষ টাকার ৩৩% বেশি। এ বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্যে চিনি ও চিটাগুড় বাবদ (৪৩৬১৭.৫২ + ৪৭৪২.২১) বা ৪৮ হাজার ৩৫৯.৭৩ লক্ষ টাকা এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. এর ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ ১ হাজার ৩৮৯.১৮ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত আছে। এছাড়া উৎপাদিত স্পিরিট, অ্যালকোহল ও ফরেন লিকারের গ্রস বিক্রয় মূল্য ১৮ হাজার ৭২২.৪৮ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত আছে। মিলভিত্তিক পণ্যের বিক্রয় সংযোজনী 'ঝ' তে দেখানো হল।

২০১১-২০১২ থেকে ২০১৪-২০১৫ সালের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পণ্যের নাম	একক	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালে (-)হ্রাস / (+) বৃদ্ধির হার
চিনি	মে. টন	৪৬১০৮.৪৫	৫৩৭২০.৯২	৬১০৬৩.৩৫	১১৪০৩১.৬৭	(+)৮৬.৭৪
চিটাগুড়	মে. টন	৪৫৪৩৯.৩৬	৬৫০৫৭.৪৬	৭০৯৩২.৪৪	৫০৪৮৩.৯০	(-)২৮.৮৩
স্পিরিট.অ্যালকোহল	লক্ষ প্রু ফলিটার	৩৭.১৬	৩৮.০১	৩৬.৩৮	৩৫.০৬	(-)৩.৬৩
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রু ফলিটার	৮.৩১	৯.৬৩	৮.৯৬	৮.৭৬	(-)২.২৩
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	১৪২৪.৭৬	১২২৪.৯৩	৬৫২.৪৮	১২১০.৩৩	(+)৮৫.৫০

লাভ/(লোকসান)

২০০৯-২০১০ সাল হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত খাতওয়ারী কর উত্তর লাভ/(লোকসান) এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল :

লক্ষ টাকায়

( ) = লোকসান

খাতের নাম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত লাভ/(লোকসান)
ক) চিনি*	(১৩৫৮৬.০৮)	(১৯১০৬.০৮)	(৩১১৫৪.০১)	(৩১৪৬৬.৯৬)	(৫৭৪৯৪.৮৭)	(৫৪০৬৮.৪৯)	(৩৫১০০৬.৬৬)
খ) কারিগরী প্রতিষ্ঠান	১০৮.২৩	১০৯.৯২	১১২.৩৩	১১৫.৩১	১১১.৫৫	৬১.৬৭	(৮১৪.৯১)
গ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	৫৯.৪১	৬০.৬৮	৮০.১৭	৯৯.৩৫	৯৬.০৭	১০৩.০৫	৭২৮.৯৮
মোট	(১৩৪১৮.৪৪)	(১৮৯৩৫.৯৩)	(৩০৯৬১.৫১)	(৩১২৫২.৩০)	(৫৭২৮৭.২৫)	(৫৩৯০৩.৭৭)	(৩৫১০৯২.৫৯)

* সহযোগী শিল্প ডিস্টিলারি ও ঔষধ কারখানার লাভ/ক্ষতি অন্তর্ভূক্ত আছে।

মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থান

২০০৯-২০১০ সাল হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত করপোরেশনের অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০শে জুন					
	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
সম্পদ						
স্থায়ী সম্পদ	৯৭৫২.০১	৯০৫৩.৬৪	৯৩৫৪.০৮	৯৯৬৪.৭৩	১০০১২.৯৪	১০০৭৮.৯২
চলতি সম্পদ	৬৩৪৬০.১৯	৬৮০৮৩.৭১	৭৮৫১৬.০৯	১২০৩৬৯.৯৪	১২০৩৭৮.৯০	১০৩২২৫.১৯
মোট সম্পদ	৭৩২১২.২০	৭৭১৩৭.৩৫	৮৭৮৭০.১৭	১৩০৩৩৪.৬৭	১৩০৩৯১.৮৪	১১৩৩০৪.১১
বাদ চলতি দায়	১৬৮৬৭৯.৬৯	১৯৫০৪৪.৭৫	২৩৮৭২০.২৬	৩২৪৫৯৯.০৮	৩৮৬৯০০.৩৩	৪১৭৮৮৪.৮২
নীট সম্পদ/ নিয়োজিত মূলধন	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)	(২৫৬৫০৮.৪৯)	(৩০৪৫৮০.৭১)
অর্থ সংস্থান :						
ইকুইটি	(১৩৫৯০২.৪৪)	(১৫৫৪৭১.২৪)	(১৮৬৭৮৫.১৯)	(২২৯৯৬৫.৯২)	(২৯২০৪২.৭৭)	(৩৪০৬১৭.৮৭)
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৪০৪৩৪.৯৫	৩৭৫৬৩.৮৪	৩৫৯৩৫.১০	৩৫৭০১.৫১	৩৫৫৩৪.২৯	৩৬০৩৭.১৬
মোট :	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)	(২৫৬৫০৮.৪৮)	(৩০৪৫৮০.৭১)

সরকারি কোষাগারে শুল্ক ও কর প্রদান

করপোরেশন ও এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর বাবদ মোট ৭ হাজার ৮২৫.৪৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে যা গত বছর প্রদত্ত ৮ হাজার ৪৯.৪৩ লক্ষ টাকার তুলনায় ২.৭৮% কম। করপোরেশন ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩ হাজার ৪৪৮.৭৮ কোটি টাকা শুল্ক ও কর হিসেবে সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে। নিম্নে ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৬-২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত বছরওয়ারী প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

রাজস্বের খাত	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৬-২০০৭ সাল পর্যন্ত	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত সর্বমোট
ভ্যাট/আবগারী শুল্ক	১৭৩৯৪৫.১৩	৪৯৫৪.০৮	৫৮৮৯.৭৪	৫৭৭৪.৪	৬৫২৭.৩	৬৭৩৩.২৭	৭৯২৬.৬৫	৭৫০৯.৫৩	৭৩২৬.৭৪	২২৬৫৮৬.৮০
আমদানির উপর ভ্যাট	৫২৮২৭.৮২	৭৩.৩২	৭৯.৭৭	১৮.৩৫	৮.০৩৪	২৪.১৮	১৩১.৯৩	-	১.২৫	৫৩১৬৪.৬৫
বিক্রয় কর	৫৭৯০.৮৪	-	-	-	-	৩৬.২৯	-	-	-	৫৭৯০.৮৪
আমদানি শুল্ক	৫৭৯০.৮৪	২৭.১৮	১৬.৭৩	১১.৫৩	৫২৪.০৩	-	৬৮.১৩	২২.৪০	২৪.৮৩	৬৫২১.৯৬
উন্নয়ন সারচার্জ	৩৮৭৯.৭২	-	-	-	-	১০.০৮	-	-		৩৮৭৯.৭২
আমদানি লাইসেন্স ফি,অগ্রিম আয়কর ও আইডিএলসি	৩৬২০.৪৬	৭.২৭	১০.৯৩	৩.৪৩	১.৭৩	৪৮.৫	০.০০	১৪.৪৭	.৩৮	৩৬৮৩.২২
আয়কর	১৭১৫১.৫৩	১৯.৪৮	২৬.৬৫	৪৮.৬৯	৫৯.৬০৬	৩৩.৮৭	৯.৮৬	৪.৫৯	৩০.২৯	১৭৩৯৯.২০
সুগার সেস	৩০৪২.৮৭	৭৬.০১	৩৮.২২	২৭.৯৪	৫১০৫৫	-	৫০.৬৬	৫০.৩২	৪৭.৫০	৩৪১৮.৪৫
রাস্তা উন্নয়ন তহবিল	১০০৫২.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০৫২.৯৬
লভ্যাংশ প্রদান	৬১০৩.৮৫	-	-	-	-	২৬৮.৩৮	-	১১.৯৭	১১.৬৭	৬১২৭.৪৯
বিবিধ কর	৫০৩৯.৮৯	২৪৯.১৯	৩৯২.৫৩	২৪৮.৮	৩১৩.৭৩	-	৪১৩.৫২	৪৩৬.১৫	৩৮২.৭৭	৭৭৪৪.৯৭
পিএসআইএসসি	৪৮৮.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৮৮.৮৮
বিএসআরআই লেভি	১৮.৮৮	-	-	-	-	৭১৫৪.৫৭	-	-	-	১৮.৮৮
মোট	২৮৭৭৫৩.৬৭	৫৪০৬.৫৩	৬৪৫৪.৫৭	৬১৩৩.১	৭৪৮৫.৫	৭১৫৪.৫৭	৮৬০০.৭৫	৮০৪৯.৪৩	৭৮২৫.৪৩	৩৪৪৮৭৮.০২

কর্মচারি, প্রশাসন ও জনশক্তি :

আলোচ্য বছর করপোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক, কর্মচারি ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ছিল। বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, খেলাধূলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, পিকনিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণের ফলে জনবল পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হ্রাস পায়। মাড়াই মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন ও অব্যাহত উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়। তবে সংশোধিত সেটআপ মোতাবেক জনবল সুষমকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জনবলের বিস্তারিত তথ্য সংযোজনী-ট তে দেখানো হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ সালে কর্মরত জনশক্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বিবরণ	স্থায়ী			মৌসুমী		সাময়িক		মোট
	কর্মকর্তা	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	
চিনিকল ও অন্যান্য	৭৪২	৪৫৭১	২৮৯৭	২৯৬৫	২২৮৪	১৩৭৫	৫৮৪	১৫৪১৮
সদর দপ্তর	১৮১	১১৬	-	-	-	-	-	২৯৭
মোট	৯২৩	৪৬৮৭	২৮৯৭	২৯৬৫	২২৮৪	১৩৭৫	৫৮৪	১৫৭১৫

জনশক্তি উন্নয়ন

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে করপোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সময়ে মোট ৫৮৫(পাঁচশত পঁচাশি) জন কর্মকর্তা, কর্মচারি, শ্রমিক ও আখচাষীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এবং দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :

ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ও সদর দপ্তরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ : ৪৪৪ জন

খ) দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান : ১৩৮ জন

২। বিদেশে প্রশিক্ষণ : ০৩ জন

সর্বমোট : ৫৮৫ জন

উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় :

করপোরেশনের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য মিলের চাহিদা অনুযায়ী করপোরেশনের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত অর্থের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার মালামাল আমদানি করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য ২৭০৮.৮৯ লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্রাংশ/কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

বার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৪-২০১৫ সালে এডিপিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ০৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

উৎপন্ন দ্রব্যের মজুদ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর শেষে উৎপাদিত পণ্যের মজুদসহ বিগত ৩ বছরের মজুদের পরিসংখ্যান সংযোজনী-ঞ তে দেখানো হল।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উৎপাদন ঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকৃত উৎপাদন এবং ২০১৫-২০১৬ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ঃ

উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	২০১৪-২০১৫ সালের প্রকৃত উৎপাদন	২০১৫-২০১৬ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০১৪-২০১৫ সালের উৎপাদনের তুলনায় ২০১৫-২০১৬ সালের লক্ষ্যমাত্রার % হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর হার
চিনি	মে. টন	৭৭৪৫০.০৫	১২১২৬০.০০	(+)৫৬.৫৭
চিটাগুড়	মে. টন	৪৬০৭৬.০০	৬০৬৪৮.০০	(+)৩১.৬৩
স্পিরিট ও অ্যালকোহল	লক্ষ প্রু ফ লিটার	৪৭.১৮	৫৬.০০	(+)১৮.৬৯
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রু ফ লিটার	৮.৯৭	১০.১৩	(+)১২.৯৩
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	১০৫৭.৬৭	১১০০.০০	(+)৪

আর্থিক অনুপাত

বিবরণ	সূত্র	বছর	
		২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১। লাভ-লোকসান পরিমাপক অনুপাত ক) ইকুইটির উপর লাভ/লোকসান এর হার ---------- ইকুইটি	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ---------- ইকুইটি	(৫৭২৫৩.২৩) ---------- = ১৯.৬০% (২৯২০৪২.৭৭)	(৫৩৮৪৫.০৮) ---------- = ১৬% (৩৪০৬১৭.৮৭)
খ) সম্পদ আবর্তন	মোট রাজস্ব আয় ---------- মোট সম্পদ	৩৮৩৩৭.৬৯ ---------- = ০.২৯ বার ১৩০৩৯১.৮৪	৫৪৭২৬.৬০ ---------- = ০.৪৮ বার ১১৩৩০৪.১১
গ) বিক্রয়ের উপর লাভ/ (লোকসান) এর হার (চিনিকল)	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ---------- নীট বিক্রয়	(৫৭৪৭২.৮২) ---------- = (১৫৫.৪০%) ৩৬৯৮২.৭৪	(৫৪০৩০.৩৫) ---------- = (১০২%) ৫৩১৭০.৮৬
ঘ) সম্পদের উপার্জন ক্ষমতা	সম্পদ আবর্তন × বিক্রয়ের উপর লাভ/ লোকসানের হার (%)	০. ২৯×(১৪৯.৩৪%) = (৪৩.৩১%)	০. ৪৮×(১০২%) = (৪৯%)
২। স্বচ্ছলতা পরিমাপক অনুপাত ঃ ক) চলতি অনুপাত	চলতি সম্পদ ---------- চলতি দায়	১২০৩৭৮.৯০ ---------- = ০.৩১ঃ১ ৩৮৬৯০০.৩৩	১০৩২২৫.১৯ ---------- = ০.২৫ঃ১ ৪১৭৮৮৪.৮২
খ) তড়িৎ অনুপাত	চলতি সম্পদ -মজুদ-আগাম ব্যয় ---------- চলতি দায়	২১৪৭৬ ---------- = ০.০৬ঃ১ ৩৮৬৯০০.৩৩	৩০০৫১.৩৬ ---------- = ০.০৭ঃ১ ৪১৭৮৮৪.৮২
গ) মজুদ আবর্তন	বিক্রিত মালের উৎপাদন ব্যয় ---------- উৎপাদিত মালের গড় মজুদ	৯৫৫৯০.৯২ ---------- = ১.৩৫ বার ৭০৫৫৬.২৯	১০৮৫৭১.৬৮ ---------- = ৬.৯৪ বার ১৫৬৫৩.২৫৫
ঘ) চলতি মূলধন	চলতি সম্পদ - চলতি দায়	১২০৩৭৮.৯০ - ৩৮৬৯০০.৩৩ = (২৬৬৫২১.৪৩)	১০৩২২৫.১৯ ৪১৭৮৮৪.৮২ = (৩১৪৬৬০)
ঙ) বিক্রয় ও চলতি মুলধনের অনুপাত	মোট বিক্রয় ---------- চলতি মুলধন	৩৮৩৩৭.৬৯ ---------- = (০.১৪) ঃ ১ (২৬৬৫২১.৪৩)	৫৪৭২৬.৬০ ---------- = (০.১৭) ঃ ১ (৩১৪৬৬০)
চ) ডেট ইকুইটি	ডেবট ---------- মোট ইকুইটি ও দায়	৪২২৪৩৪.৬২ ---------- = ৩.২৪ ঃ ১ ১৩০৩৯১.৮৫	৪৫৩৯২১.৯৮ ---------- = ৪ ঃ ১ ১১৩৩০৪.১১